তারিখ 07 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

নিরক্ষরতা দূরীকরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমের ভূমিকা

খন্দকার শহিদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক;
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের ৭ এবং তদুর্ধ বয়সের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ৩২.৪ শতাংশ। এই হার পুরুষের ক্ষেত্রে ৩৮.৯ এবং নারী ২৫.৫ শতাংশ। উপরোক্ত তথ্যের আলোকে একথা নিশ্চিত যে বাংলাদেশকে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে হলে ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

এই বিপুল পরিমাণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই কার্যক্রম ছিল শুধুমাত্র ১১-৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমের নিরক্ষর মানুষদের স্বাক্ষরতা দান করা। সময়, অবস্থা এবং সামাজিক চাহিদা ও উন্নয়নের অন্তর্নিহিত তাগিদ থাকা সত্ত্বেও এই শুভ উদ্যোগটি ১৯৮২ সনের মার্চ মাস থেকে পরিত্যক্ত হয়। ১৯৮৭ সালে পুনরায় ২০২টি থানায় গণশিক্ষা প্রকল্প নামে তিন বছর মেয়াদী একটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এই কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য ছিল ১১-৪৫ বছর বয়সী ৩০ ভাগ শিক্ষিতের হারকে ২০০০ সালের মধ্যে ৬০ ভাগে উন্নীত করা।

১৯৯০ সালে থাইল্যাণ্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর দান করে। ২০০০ সালের সাক্ষরতার হার ৬২% এ উন্নীত করার অভিষ্ট লক্ষে পৌছানোর জন্য ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং ১৯৯১ সাল থেকে পাইলট প্রকল্প হিসাবে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে সাক্ষরতা দান কর্মসূচী শুরু করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রাক্-প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক এবং অবিরাম শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন সহ সকল পর্যায়ের জন্য প্রাইমার, প্রশিক্ষণ মডেল, শিক্ষা সহায়িকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক থেকে শুরু করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে এই কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে ৬৯টি থানায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সকল থানায় প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষাদান কর্মসূচী প্রচলন করা হয়েছে। প্রতিটি অংগের কর্মসূচীর জন্য ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একজন শিক্ষক ও ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য একজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থাকেন। কর্মকর্তা পর্যায়ের ১ জন জেলা কো-অর্ডিনেটর জেলার সাক্ষরতা কার্যক্রমের সকল দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলা কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সকল অংগের শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সময় মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্র খোলা হয়ে থাকে। এছাড়া, শিক্ষক নিয়োগের সময় অর্ধেক সংখ্যক মহিলা নিয়োগের বিয়ষটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

দেশের সকল বিভাগ থেকে ২টি করে পরীক্ষামূলক মডেল থানায় সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। ১০টি থানায় পরীক্ষামূলক ৬৪টি কেন্দ্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতাদানের যে লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করেছে তা মূলতঃ ১৯৯৬ সালের ব্যাপক পরিকল্পনার সেতুবন্ধন মাত্র। বর্তমান কার্যক্রম বিভিন্ন বয়োক্রমের সাক্ষরতাদান কর্মসূচীর জন্য নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেঃ-

অংগ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কেন্দ্রের সংখ্যা
১। প্রাক-প্রাথমিক	৭৫০০০	২৫০০
২। মৌলিক	১৫০০০০	৫০০০
৩। কিশোর-কিশোরী	৩০০০০০	১০০০
৪। বয়স্ক		
ক) সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত	২০০০০০	৭২৪০
ক) ব্যক্তিগত অথবা বেসরকারী উদ্যোগে নব্য সাক্ষরদের জন্য	৫০০০০০	১০০০০
৫। অব্যাহত শিক্ষা		৬৯০ (৬৯টি থানায় গ্রন্থাগার স্থাপন)

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের সকল প্রকার প্রারম্ভিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে এই লক্ষ্যমাত্রা সামান্য হলেও বৃহত্তর ও ব্যাপক পরিকল্পনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে এর সাফল্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মূলত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের ব্যাপ্তিকাল ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য ৬৯টি থানায় উক্ত সময় পর্যন্ত পরিচালিত কার্যক্রম খুব বড় একটা পরিবর্তন আনতে পারবে না। তবে ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এই খাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে এই কার্যক্রম কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধা, অভিজ্ঞতা ও দিক্‌নির্দেশনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।